Cosmo School

শ্রেণি - ৮ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ২৯-০৯-২০২০**

সততা ও মানবতা হোক কল্যাণের পথ

একা একা ক্লাসে ১ম হওয়া যায়। কিন্তু জীবনে ১ম হওয়ার জন্যে অনেক মানুষের আনুকূল্য, সহযোগিতা, আনুগত্য লাগে। আর এটা অর্জন করার মূল শক্তি হলো সততা, মানবিকতা। কারণ মানবিকতা, নৈতিকতা, মমতা ছাড়া যত দক্ষতা, ডিগ্রি, এওয়ার্ডই অর্জন করা হোক না কেন - অর্থহীন। এমনকি প্রাচুর্যও। এই খ্যাতি প্রাচুর্য আপনাকে সম্মান দেবে না, শান্তি দেবে না, আপনাকে স্মরণীয় করবে না। মানুষ আপনাকে ভু লে যাবে বা স্মরণ করলেও বাজে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করবে।

একবার নবীজী (স) আলী (রা)-কে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজ। দেখলেন , একটি মেয়ে পথের পাশে বসে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। নরম স্বরে জানতে চাইলেন কী হয়েছে তার। মেয়েটি বললো, সে একজন ক্রীতদাসী। আজ সকালে তার মনিব তাকে ৪ দিরহাম দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিলেন কিছু কেনাকাটার জন্যে। কিন্তু পথিমধ্যে দিরহামগুলো হারিয়ে যায়। এখন সে কীভাবে বাড়ি ফিরে যাবে এ ভয়েই কাঁদছে। শুনে নবীজী (স) তাকে তার নিজের ১২ দিনার থেকে ৪ দিনার দিয়ে বললেন, বাজার থেকে সওদা কিনে চলে যেতে । নবীজী (স) চলে গেলেন।

অনেক পরে যখন আবারও এ পথ দিয়ে তিনি ফিরছিলেন দেখেন তখনও মেয়েটি খুব ভীতমুখে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা এখনও তুমি বাড়ি ফিরে যাও নি ? মেয়েটি বললো, আজ আমার এত বেশি দেরি হয়ে গেছে যে, এখন যা-ই বলি না কেন মনিব বিশ্বাস করবে না। আমাকে শাস্তি প্রদান করবে। আমি তাই বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছি। জবাবে নবীজী (স) যা করলেন, মানবিকতার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না।

মেয়েটিকে সাথে নিয়ে গেলেন তার মনিবের বাড়িতে। দরজা বন্ধ দেখে জোরে বললেন , আসসালামু আলাইকুম। কোনো জবাব না পেয়ে আরো জোরে বললেন , আসসালামু আলাইকুম। পরপর ৩ বার বলার পর বাড়ির সবাই মিলে উত্তর দিলেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমবার আমি যে সালাম দিয়েছি তা

তোমরা শোন নি? গৃহকর্তা বললো, ইয়া রসুলুল্লাহ্! শুনেছি। কিন্তু আপনার কণ্ঠ শুনতে এত ভালো লাগছিল যে , আমরা তা বার বার শুনতে চাইছিলাম।

নবীজী (স) তখন তার আসার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। গৃহকর্তা বললেন , হে আল্লাহর রসুল , শুধু এই কারণের জন্যেই কি আপনি এতদূর এসেছেন ? নবীজী (স) বললেন, হাঁ। গৃহকর্তা বললেন , এ গৃহে আপনার আগমনের শুকরিয়াস্বরূপ এই দাসীকে এ মুহূর্ত থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

সততা মানবিকতার আর কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতিভূ ছিলেন তিনি। মা -বাবাকে হারিয়ে শৈশবেই হয়েছিলেন জীবনের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। পৃথিবীর পাঠশালায় শিখতে শিখতে বেড়ে উঠেছেন স্ব -নির্ভর হয়ে। যৌবনে ধনবান স্ত্রী পেয়ে বিলাস-ব্যসনে কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সব সম্পদ দান করে দিলেন দরিদ্রদের জন্যে।

সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে কুরাইশদের শত বিরোধিতার মুখেও কোনো প্রতিবাদ করেন নি। শুধু নীরবে করে গেছেন নিজের কাজ। নামাজের সিজদায় যখন গিয়েছেন , ঘাড়ে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে বখাটে যুবকরা। ঐ অবস্থাতেই পড়েছিলেন। প্রতিশোধপরায়ণ হন নি। একসময় অত্যা চার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল হিজরতের সিদ্ধান্তে বাধ্য হলেন। কিন্তু সঙ্গীদের প্রতি কত সমমর্মী হলে একজন নেতা সবাইকে আগে পাঠিয়ে নিজে শেষ দলের যাত্রী হবার ঝুঁকি নিতে পারেন তা অনুমেয়।

শুধু সঙ্গী নয় , তার বিরোধিতাকারী শত্রুদের যে মূল্যবান সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত ছিল তা সবাইকে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে প্রাণপ্রিয় চাচাতো ভাই আলীকে রেখে গিয়েছিলেন মক্কায়। সঙ্ঘের শক্তিকে তিনি সংহত করেছেন তার মিশনের প্রতিষ্ঠায়। দক্ষতা আর নৈতিকতার মিশেলে তৈরি অপ্রতিরোধ্য জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছেন এমন এক জাতিকে শত শত বছর ধরে যারা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য আর অনগ্রসর।

একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দরদি ও মানবতাবাদী মানুষের মধ্যে যে গুণ থাকা জরুরি

ইচ্ছা :'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'। কথাটি শুধু কথার কথা নয়। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সবার প্রথমে যে বিষয়টি থাকতে হবে সেটি হলো ইচ্ছাশক্তি। যত খারাপ পরিবেশেই আপনি ব সবাস করেন না কেন আপনি একজন ভালো মানুষ হয়েই বেঁচে থাকবেন এমন ধরনের ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। ইচ্ছা থাকলেই আপনি পারবেন একজন ভালো মানুষ হতে।

বাস্তব হতে হবে : যদিও বাস্তবতা অনেক বেশি কঠিন। তারপরও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। ধরুন একজন ছিনতাইকারী যদি বুঝতে শেখে যে সে যার ছিনতাই করতে যাচ্ছে সেটি নিশ্চয় তার জীবনের সঞ্চয়। এটিকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। তাহলে আর খারাপ কাজটি ঘটে না। বাস্তবিকভাবে চিন্তা

করলে একজন ছিনতাইকারীও হয়ে উঠতে পারে একজন ভালো মানুষ। তবে এটা ঠিক যে ছিনতাইকারীরও প্রয়োজন থাকতে পারে । কিন্তু উপার্জনের বহু সৎ পথ তার সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। সেগুলোকে অবলম্বন করলে তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো আর থাকবে না।

পরীক্ষা চালাতে হবে :ভালো মানুষ হয়ে টিকে থাকতে অনেক ধরনের পরীক্ষা চালাতে হবে। যেমন ধরুন গরীবদের সাহায্য করা, ভালো কাজ করা ইত্যাদি। আপনি ভালো থাকবেন তখনই যখন আপনি পাশের মানুষটিকে ভালো পথের নির্দেশনা দিবেন। এভাবে নানা ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে নিজেকে ভালো রাখুন।

শারীরিক ভঙ্গিতে এবং কথায় ভদ্রতা আনতে হবে: আপনি ভালো মানুষ হতে চাইলে স্বাভাবিকভাবে আপনার কথা এবং শারীরিক ভঙ্গিতে ভদ্রতাসুলভ আচরণ আনতে হবে। আপনার ব্যবহারই অন্যদের বলে দেবে আপনি কতটা ভালো মানুষ। যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন ভালো ভাষায় কথা বলতে, সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করতে। তাহলে আপনার মাঝে খারাপ ধরনের কোনো চিন্তা আসবে না। ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন।

সহযোগিতা করতে হবে :অসহায়দের নানা ধরনের সহযোগিতা করার মত মনোভাব আপনার মাঝে থাকতে হবে। আপনার মন কতটা উদার তা নির্ভর করবে অসহায়দের পাশে আপনি কতটা থাকতে পারছেন। শুধু একা একা ভালো থেকে ভালো মানুষ হয়ে ওঠা যায় না। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হয়।

ভালো কাজ করুন :সারাদিনে অনেকগুলো ভালো কাজ করার চেষ্টা করুন। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এতে করে নিজে ভালো থাকবেন এবং অন্যরাও আপনার কাছ থেকে ভালো কাজ শিখে নিতে পারবে।

সহজভাবে নিন :আপনি ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করবেন বা আপনার পাশের মানুষটি নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করছেন এই বিষয়টিকে সহজভাবে নিন। কোনোভাবেই এটিকে বাড়াবাড়ি বা দেখানো মনে করবেন না। এসব নেতিবাচক ধারণা মনে রাখলে আপনি কোনোদিনও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন না।

এসাইনমেন্ট

ক) জীবনে ১ম হওয়ার জন্যে অনেক মানুষের আনুকূল্য, সহযোগিতা, আনুগত্য লাগে। আর এটা অর্জন করার মূল শক্তি হলো সততা, মানবিকতা। কারণ মানবিকতা, নৈতিকতা, মমতা ছাড়া যত দক্ষতা, ডিগ্রি, এওয়ার্ডই অর্জন করা হোক না কেন- অর্থহীন।

প্রশ্নঃআমরা অনেক স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের নাম শুনেছি এবং জেনেছি যাদের অবদান আমাদের সমাজে অপরিহার্য । এ সকল মানুষ তাদের কাজ দিয়ে আমাদের মাঝে এখনও বিদ্যমান আছেন । “ প্রাচুর্য নয় , স্মরণীয় হতে হলে প্রয়োজন মানবতাবোধ, নিষ্ঠা এবং সততা” এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

খ) জীবন জটিল ও সহজ দু-প্রকারই।যার ইচ্ছা শক্তি দুর্বল সহজেই তার কাজের প্রতি অনীহা চলে আসে।কোনো কাজে সঠিক ভাবে মনোযোগ দিতে পারে না।ফলে ব্যর্থতা তাকে গ্রাস করে।এমন মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে।

প্রশ্নঃ যেকোনো কাজের ফল দু রকম হয়ে থাকে। হতে পারে সেটা কল্যাণকর অথবা অপ্রয়োজনীয়। কাজের ফল ইতিবাচক হওয়ার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি । ইতিবাচক ইচ্ছাশক্তি কীভাবে চাওয়া কে পাওয়ায় রুপান্তর করে ব্যাখ্যা কর।

গ) ভদ্রতাসুলভ আচরণ কে আমরা সদাচার বলে থাকি। আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়ের বাহন। আমাদের সকল ভাল কাজ মুছে যেতে পারে যদি আমরা সদাচারী না হই। আপনার ব্যবহারই অন্যদের বলে দেবে আপনি কতটা ভালো মানুষ।

প্রশ্নঃ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে ভদ্রতাসুলভ আচরণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো ভাষায় কথা বলা, সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করা এই গুনগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়। সদাচরণ একটি মানুষকে কীভাবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় ব্যাখ্যা কর।

****আগামী (০৪-১০-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে , ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে***

Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com